দৈনিক

তারিখ 13. OCT. 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

আস্থা সংকটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংকুলান না হওয়ার প্রেক্ষাপটে ১৯৯২ সাল থেকে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়বে, সেটাই স্বাভাবিক। তবে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান মান ধরে রাখতে না পারায় আস্থার সংকটে পড়েছে। এ ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট কমে আসা, নতুন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও আসন বৃদ্ধির প্রভাব পড়ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায়। উচ্চশিক্ষার জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নের পর ২০১০ সালে এসে এর সংশোধন করা হয়। সরকারি পর্যায় থেকে আইন মেনে চলার জন্য এর উদ্যোক্তাদের প্রতি কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ও মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে সাফল্য নিতান্ত কম। আইনের অধিকাংশ ধারাই কার্যকর হয় না। এমনকি যেগুলো মৌলিক, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত তারও বাস্তবায়ন নেই। হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে কোনোটিই তারা পুরোপুরি দূর করতে সক্ষম হয়নি। তবে এর একমাত্র ও প্রধানতম কারণ হতে পারে তাদের ব্যবসায়িক মনোভাব।

> বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ন্যূনতম শর্ত পূরণ না করে তা হলে তা শুধু শিক্ষার্থীদের আকাঙ্ক্ষারই মৃত্যু ঘটাবে না, উচ্চশিক্ষাকেও ঠেলে দেবে বিপর্যয়ের মধ্যে। অস্তিত্বের স্বার্থে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়লে সংকট সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কেননা এখানকার যাবতীয় খরচ আসে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারালে প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। কিন্তু একজন শিক্ষার্থী যদি মনে করে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা পাচ্ছে না, তবে কেন ভর্তি হবে? যদি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ন্যূনতম শর্ত পূরণ না করে তা হলে তা শুধু শিক্ষার্থীদের আকাঙ্ক্ষারই মৃত্যু ঘটাবে না, উচ্চশিক্ষাকেও ঠেলে দেবে বিপর্যয়ের মধ্যে। অস্তিত্বের স্বার্থে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে।